অ্যা বা ৩ অ্যাসাইনমেন্ট : বাংলা-৩.নির্দেশনা-৩/৪

নির্দেশনা : ৩. কবির বিদ্রোহী সত্তা সমাজের যে সব অসাম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে ,সেগুলো চিহ্নিত করা।

৩. সংখ্যক নির্দেশনার উত্তর

নিম্নে কবির বিদ্রোহী-সত্তা সমাজের যে সব অসাম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে , তা চিহ্নিত করা হলো :

১.অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ নিরন্তর। যেখানেই তিনি অত্যাচার ও অনাচার দেখেছেন, সেখানেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নিপীড়কের বিরুদ্ধে এবং আর্ত-মানবতার পক্ষে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন তিনি। তাঁর হুঙ্কারে কেঁপে উঠেছে অত্যাচারীর ক্ষমতার মসনদ।

নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট ও আর্তচিৎকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবি বিপ্লব-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। যেমন :

" যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না -"

২. কবি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজশক্তির অপশাসনসহ সকল অপশক্তির ধ্বংস কামনা করে নিজেই বিধ্বংসী রূপে হাজির হয়েছেন। কবি জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে এদেশের মানুষ তখন হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাবে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিদেশি বেনিয়াদের সাথে দেশীয় অপশক্তির যুগপৎ অত্যাচারে ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে মানবতা। এমন দুঃসহ পরিস্থিতিতে সকল অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করেন কবি। যেমন :

"মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ , আমি সাইক্লোন , আমি ধ্বংস !"

৩. কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রেমের কবি , দ্রোহের কবি। মানবপ্রেম ও সাম্য চেতনা তাঁর কবিতার মূল প্রেরণা। আর তাই যেখানেই অসাম্য ও অনাচার লক্ষ করেছেন , ব্যথিত কবি সেখানেই উচ্চারণ করেছেন দ্রোহের পঙক্তিমালা। যেমন :

" মম এক হাতে বঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য"

৪. রাজনৈতিক কারণে সমাজে বিরাজমান অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিধ্বংসী রূপ বোঝাতে কবি নিজেকে পৃথিবীর অভিশাপ বলেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজশক্তির অপশাসন সমগ্র দেশকে যেন নরকে রূপান্তরিত করেছে। কিবি সাক্ষাৎ অভিশাপ রূপে শোষকের সাম্রাজ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবেন। যেমন :

" আমি মহাভয় , আমি অভিশাপ পৃথ্বীর ,"

নির্দেশনা-৪. বর্তমান সময়ের নানা রকম অসাম্যের প্রেক্ষাপটে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রাসঙ্গিকতা যাচাই।

৪. সংখ্যক নির্দেশনার উত্তর

বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক শোষণ , জাতি , ধর্ম , বর্ণ , গোত্র , পেশা . ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির যে অসাম্য কোথাও কোথাও বিরাজমান , সেই প্রেক্ষাপটে 'বিদ্রোহী' কবিতার নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

*বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক শোষণ , পুঁজিপতির উদ্ভব , ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম , শ্রমিক-শোষণ ইত্যাদি অপশক্তির প্রেক্ষাপটে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রাসঙ্গিকতা যৌক্তিক। যেমন:

"মহা- বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত ,
আমি সেই দিন হব শান্ত ,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না-
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না -"

*হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের এই ব-দ্বীপ ভূমিতে বঙ্গ জাতির সাথে বাস করছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি গুলো। প্রভাবশালীদের দ্বারা তারা নানাভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হচ্ছে। উক্ত প্রেক্ষাপটে বলা যায় 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিও নিয়মের বেড়াজাল দিয়ে অত্যাচারী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের জীবনকে যেভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, সেই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন। যেমন :

" আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল ,

আমি দ'লে যাই যত বন্ধন , যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল ।"

*বর্তমান সময়ে নারী ও শিশুর প্রতি যে নিপীড়ণ চলছে মানুষ নামধারী পশুদের দ্বারা সেই প্রসঙ্গেই 'বিদ্রোহী' কবিতা থেকে বলা যায় :

" আমি অবমানিতের মরম বেদনা , বিষ-জ্বালা , প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের "

*বর্তমানে সমাজের প্রভাবশালীদের দ্বারা গৃহহীনদের প্রতি আচরণ ,গৃহকর্মী , সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি যে বৈষম্য-মূলক আচরণ করা হয় সেই প্রসঙ্গে কবির উক্তি স্মরণযোগ্য:

"আমি চিরদুর্দম , দুর্বিনীত , নৃশংস ,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ , আমি সাইক্লোন , আমি ধ্বংস !"

অর্থৎ অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নিজের বিধ্বংসী রূপটিকে তুলে ধরেছেন , তিনি দেখেছেন অপশক্তির বিনাশ ব্যতীত সমাজের কাঙ্ক্ষিত বিনির্মাণ সম্ভব নয় ।